দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

065

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার যে পুরনো প্রথা চলে আসছে এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব সময়ই পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ৬৫% নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দরখাস্তের জন্য আহবান জানান। এ বছরও ৬৫% উক্ত তিন বিষয়ে চেয়েছেন। কিন্তু প্রার্থীদের মধ্য থেকে তাঁরা এই তিন বিষয়ে মেধা তালিকায় সাড়ে তিন হাজার প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করিবেন। এই নির্বাচিত প্রার্থীদের এই তিন বিষয়ে নম্বর ৭২% থেকে ৭১%ল-এর নীচে যায় না। ফলে, ৬৫% নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ হচ্ছে না এবার মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নতুন নিয়ম সংযোজিত হয়েছে। ফলে, যোগ্য প্রার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও যেন তাদের পুরনো প্রথা বর্জন করে নতুন নিয়ম চালু করেন। অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে যারা ৬৫% নম্বরপ্রাপ্ত, কর্তৃপক্ষ তাদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করেছেন। তাদের সকলেই যেন ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে এবং নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। সুতরাং কর্তৃপক্ষ, পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ৬৫% নম্বরপ্রাপ্ত সকল প্রার্থীই যেন এ বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে সে বিষয়ে ভেবে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মোস্তাফিজুর রহমান

নোট বই প্রসঙ্গে

সরকার গত বছর ধরে প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের সমাধান পুস্তক বা নোট বই নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। প্রশ্ন আসে সত্যি কি এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হয়েছে? বাংলাদেশের এমন কোন বইয়ের দোকান নেই যে, দোকানে প্রথম হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এই অবৈধ নোট বই বিক্রি হচ্ছে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাদের পক্ষে তাদের ছেলে-মেয়েদের গৃহ শিক্ষক রেখে পড়াশুনা করানো কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই, তারা বই বিক্রেতার কাছে নোট বইয়ের জন্য চলে যান। নোট বইয়ের চাহিদার কথা জানতে পেরে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রকাশক রাতের আঁধারে নোট বই বের করে বিক্রেতার হাতে পৌছে দেন। আর বিক্রেতাগণও চড়া দামে অভিভাবকের হাতে তা তুলে ধরেন। কিন্তু এসব নোট বইয়ে রয়েছে অসংখ্য ভুল। আমাদের একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, "আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত" তাই আজকে শিশুর হাতে যদি এই ভুল নোট বই দেয়া হয় তা'হলে তার ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে? তাই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলের ভেবে দেখা উচিত বলে মনে করি।

—এফ. এম. শামীম মিয়া.